**প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা**
**প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর**
**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

| প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা |
| --- |
| জেলার নাম: **ঝালকাঠি** |
| সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৩ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)** |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো- অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | গালুয়া পাকা মসজিদ | 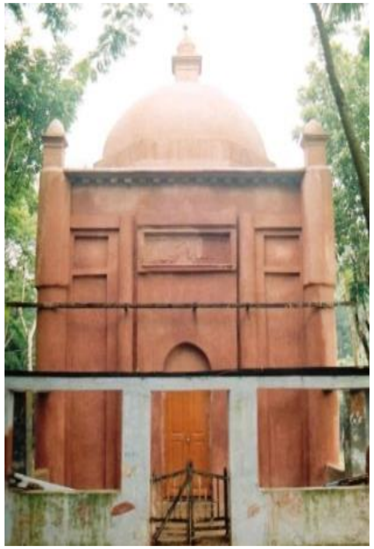 | রাজাপুর<br>ইউনিয়ন: গালুয়া<br>গ্রাম: গালুয়া | ২২°৩০'৪৭.৭" উ.<br>৯০°০৬'৪৬.৩" পূ. | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন: শা:-৬/প্র:অধি:-১৯/৯৬/৪৮৫<br>১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ | এ মসজিদে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে মসজিদটি ১৯ শতকে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। বর্গাকার মসজিদটির ভেতরের দিকের দৈর্ঘ্য ৪.১০ মিটার এবং প্রস্থ ৪.১০ মিটার। দেয়ালের পুরুত্ব ০.৮৫ মিটার। চারকোনায় ৪টি কলাম রয়েছে। মসজিদের একমাত্র গম্বুজটি অষ্টভুজাকার উঁচু ড্রামের উপর নির্মিত। গালুয়া মসজিদটি স্থানীয়ভাবে পাক্কা মসজিদ নামে পরিচিত। |
| ২. | খাঁনবাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ কমপ্লেক্স | | রাজাপুর<br>ইউনিয়ন: আংগারিয়া<br>গ্রাম: পূর্ব আংগারিয়া | ২২°৩২'৪৮.৮" উ.<br>৯০°০৯'০৭.৩" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br>১৩ অক্টোবর ২০০৫<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০২) | খাঁনবাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে পাশাপাশি ছোট-বড় তিনটি মসজিদ। একগম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদগুলো প্রায় একই স্থাপত্যিক আদলে নির্মিত। প্রতিটি মসজিদের ছাদের মাঝখানে ১টি মাত্র গম্বুজ এবং চারকোণে ৪টি অষ্টকোণাকার মিনার (turret) রয়েছে। মসজিদগুলোর বহির্দেয়াল জুড়ে বিভিন্ন নকশা দিয়ে সজ্জিত রয়েছে। কোন উৎকীর্ণ লিপি সংযোজন না থাকলেও এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে মসজিদটি মুঘল যুগে নির্মিত হয়। |
| ৩. | শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকে এর জন্মভবন | | রাজাপুর<br>ইউনিয়ন: সাতুরিয়া<br>গ্রাম: সাতুরিয়া | ২২°৩৪'৩৯.৮" উ.<br>৯০°০৩'২৯.৪" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br>১৮ মার্চ ২০১০<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০২) | শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩ সালে বরিশালের রাজাপুর (বর্তমান ঝালকাঠী জেলাধীন) থানার সাতুরিয়া গ্রামে তাঁর নানার বাড়ির এ ভবনটিতে জন্মগ্রহণ করেন। শেরে বাংলার জন্মভবনটি একটি একতলা বিশিষ্ট স্থাপনা। এ ভবনটি খ্রিষ্টীয় ১৯ শতকে নির্মিত বলে ধারনা করা হয়। |